দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 09 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী নানা সমস্যায় জর্জরিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীটি দীর্ঘদিন যাবৎ নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে রয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রধান উদ্দেশ্য একাডেমিক জ্ঞান অর্জন চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর বিভিন্ন অনিয়ম ও সমস্যার কারণে লাইব্রেরীতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি দারুণভাবে হ্রাস পাচ্ছে। লাইব্রেরীর প্রধান সমস্যা হলো বই সংকট। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের বিভিন্ন অভিযোগ থেকে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদভুক্ত বিভাগের সিলেবাস সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ বই কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে নেই। সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় বইয়ের চাহিদা দেয়া হলেও লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ চাহিদা মোতাবেক বই সরবরাহ করে না। ফলে ছাত্রছাত্রীরা লাইব্রেরীতে এসে তাদের পাঠ্য সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ বই না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যায়। এছাড়া লাইব্রেরীতে যে সমস্ত বই রয়েছে তার অধিকাংশই খুব পুরাতন। যেগুলো অযত্ন ও অবহেলার কারণে পড়ার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। পুরাতন বইগুলোর অধিকাংশ পাতা ছিঁড়ে যাওয়ায় প্রয়োজনীয় অংশ পাওয়া যায় না। বই সমস্যার কারণে সবচেয়ে বেশী ভোগান্তির সম্মুখীন হচ্ছে ধর্মতত্ত্ব অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ। এই অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত বই লাইব্রেরীতে রয়েছে তার অধিকাংশই এমনকি সবগুলোই ব্রিটিশ আমলের মুদ্রিত। যেগুলো বর্তমানে খালি চোখে পড়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিষয়ভিত্তিক বই খুব কম থাকায় ছাত্রছাত্রীদের একটি বই পড়ার জন্য অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়। অল্পসংখ্যক বই টানাটানি করে পড়ার ফলে বইয়ের অধিকাংশ পৃষ্ঠা ছিঁড়ে যাওয়ায় তা আর কেউ পড়তে পারে না। এই অনুষদভুক্ত বি... সমূহ থেকে প্রয়োজনীয় নতুন বই ক্রয়ের জন্য বারবার চাহিদা দেয়া সত্ত্বেও অন্যান্য বিভাগের বই ক্রয় করা হলেও একটি বিশেষ কারণে ধর্মীয় বই কম বা মোটেও ক্রয় করা হয় না বলে শিক্ষকদের অভিযোগে জানা গেছে। লাইব্রেরীর পত্রিকারুমে বহুল প্রচারিত অনেক জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকা পাওয়া যায় না। বিদেশী ও গবেষণাধর্মী কোন পত্রিকা ও ম্যাগাজিন লাইব্রেরীতে আসে না বললেই চলে। যে সমস্ত পত্রিকা আসে তার কপি সংখ্যা কম হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের ঠেলাঠেলি ও লাইন দিয়ে পড়তে হয়। পত্রিকা রুমে জায়গা ও স্বল্পপরিসরের হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় বসার জায়গা পায় না। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো, ক্যাটালগ সমস্যা। এ সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীদের চরম বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। লাইব্রেরীতে ক্যাটালগ নাম্বার ছাড়া বই স্টোরের ভিতরে সরাসরি কোন বই দেখতে দেয়া হয় না। এদিকে ক্যাটালগ নাম্বারের সাথে অধিকাংশ বইয়ের নাম্বার মিল না থাকায় বই পাওয়া যায় না। ক্যাটালগ সমস্যার কারণে অনেক সময় নষ্ট করেও ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনীয় বই তো পায়ই না সাথে সাথে নতুন কোন বইয়ের সাথেও পরিচিত হতে পারে না। লাইব্রেরী থেকে কোন বই ছাত্রছাত্রীরা উত্তোলন করতে পারে না, এমনকি ফটোকপি করার ক্ষেত্রেও রয়েছে অত্যন্ত কষ্টকর কিছু বিধিনিষেধ। ২টার পরে তাও আবার ফটোকপি বন্ধ হয়ে যায়, লাইব্রেরীতে দ্বিতীয় শিফটে একজন অফিসারের ডিউটি থাকলেও কোন কর্মচারী থাকে না। লাইব্রেরীতে রয়েছে শর্টার ও লোকবলের অভাব। অদক্ষ শর্টার নিয়োগ দেয়ায় তারা শিক্ষার্থীদের ঠিকমত বই সরবরাহ করতে পারে না। লাইব্রেরীতে একটি ইন্টারনেট স্থাপন করা হলেও গত কয়েক বছর আগে চুরি হয়ে যাবার পর তার আর কোন খবর নেই। লাইব্রেরীতে বই স্টোরে জায়গা সংকটের কারণে অনেক বই মেঝেতে ফেলে রাখায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া লাইব্রেরীতে অধ্যয়নের আসনসংখ্যাও অপ্রতুল হওয়ায় অনেক সময় শিক্ষার্থীরা বসার জায়গা পায় না। লাইব্রেরীর পানির ট্যাংকিটি পরিষ্কার না করায় পানি খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে রয়েছে। লাইব্রেরীর পার্শ্বস্থ টিউবওয়েলটিও আর্সেনিকের কারণে বন্ধ থাকায় সংশ্লিষ্টদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। উল্লিখিত সমস্যা ছাড়াও আরো অনেক সমস্যার কারণে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীটি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য একটি বিরক্তিকর স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যে কারণে তাদের উপস্থিতিও কমে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

ইনকিলাব ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ